লক্ ডাউনের ছড়া

সত্যজিৎ ভট্টাচার্য

The copyright on this original piece of work belongs to
Satyajit Bhattacharya
satya@btinternet.com
May 2020

এই করোনাভাইরাসের মহামারীর সময়, এটা একটা বড় অদ্ভুত সময়। চারিদিকে আতঙ্ক, অনাহার, অসুখ।
আমি থাকি লন্ডনে, যদিও কলকাতায় প্রায়ই আসি, এবং রোজ আমার কলকাতানিবাসীনী মা'র সাথে ফোনে কথা হয়।
আমার কাজ হল সার্জারী, অবশ্য ভাইরাসের দয়ায় এখন সার্জারীর রোগীর সংখ্যা কম, তাই হাতে পাচ্ছি সময়। এই ক'টা ছড়া লিখলাম যাতে পড়ে কারো কারো মুখে একটু হাসি ফোঁটে । হয়তো বা কান্নাচাপা হাসি। যদি পড়ে ভাল লাগে তাহলে অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিন যার ভাল লাগতে পারে।
আর যদি অর্থসঙ্গতি থাকে তাহলে কলকাতার একটি চ্যারিটী (দাতব্য সংস্থা) কে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করুন। এই অসময়ে মানুষের সাহায্যের বড়ই দরকার। সংস্থাটির নাম বাণী মন্দির (আপনি Give India র মাধ্যমে ওদের সাহায্য পাঠাতে পারেন)
https://www.giveindia.org/program/Sponsor-the-grocery-and-medical-care-for-poor-senior-citizens ।
ধন্যবাদ।

উৎসর্গ

অগডেন্ ন্যাশ্ কে

তিনি বলেছিলেন
“Candy is dandy,
But liquor is quicker!”

একেবারে গুরুবাক্য!

ঋণ

পদে পদে হচ্ছে খরচ
সম্ভব নয় হিসেব রাখা
শ্রীরামকৃষ্ণ বলেই গেছেন
টাকা মাটি, মাটি টাকা

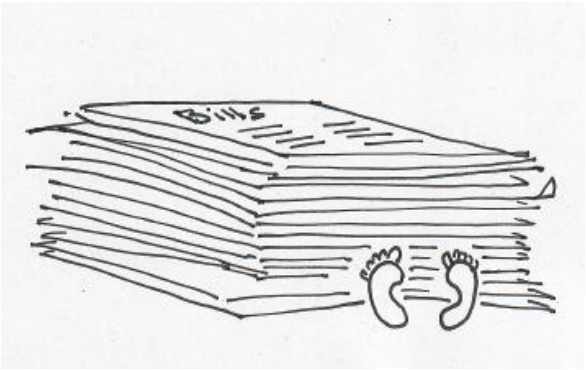

কেশকর্তন

নাপিতের দোকান সব বন্ধ
খুলবে কবে যায়না বলা
যাঁদের মাথায় টাক নেই
তাঁরা সবাই এখন বৃহন্নলা

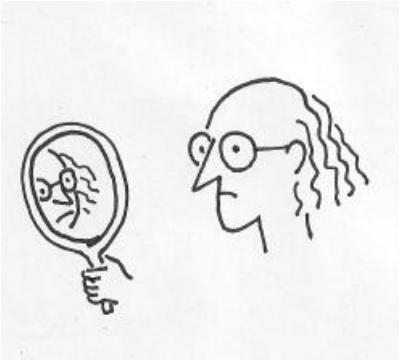

ক্রীয়া ও প্রতিক্রীয়া

সত্যি বলছি ভাই
রোজ একটু নেশা করি
কিন্তু তার আগে ঘড়ি ধরে
এক ঘণ্টা যোগব্যায়াম করি

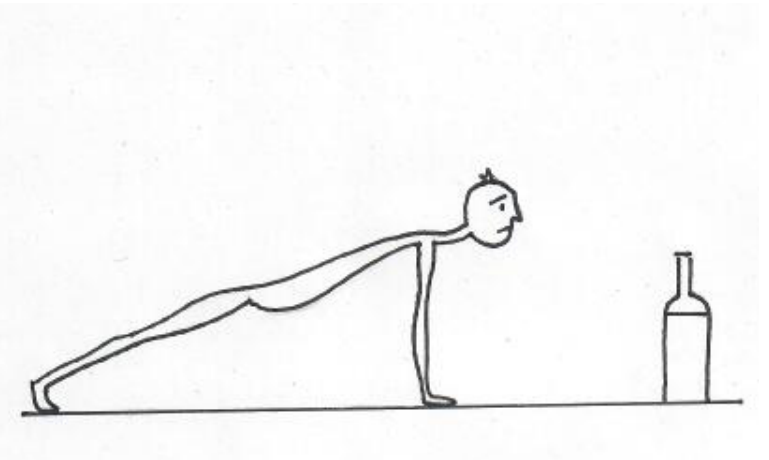

প্রাতরাশ

সকালবেলায় উঠে দেখি বৌয়ের মুখ ব্যাজার
রান্না ঘর ফাঁকা, ব্রেকফাস্ট নেই - একী ব্যাপার!
হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বাজারে গেলাম
ভাগ্যিস্ মোড়ের মাথায় পাঁউরুটি পেলাম
তাই নিয়ে যাচ্ছি বাড়ি এঁদো গলি ধরে
যেন আদিম মানুষ ফিরছে গুহায় শিকার হাতে করে

অম্বত ফল

বৈশাখ শেষ হতে চলল
ভালই ছুটছে ঘাম
আজ অবধি বাজারে কেন
পাচ্ছিনা যে আম?

সন্ধ্যাকালে বনবাদাড়ে করোনা যদি ধরে?

ও পাড়ার ভূতোকে নাকি ধরেছে ভাইরাস
শুনে আমার মনে এখন বড়ই সন্ত্রাস
মনে আছে দেখেছিলাম গত শনিবার
মোদের গলি দিয়ে ভূতো যাচ্ছিল বাজার
জীবাণুর ভয়ে আমার বন্ধ প্রায় নিশ্বাস

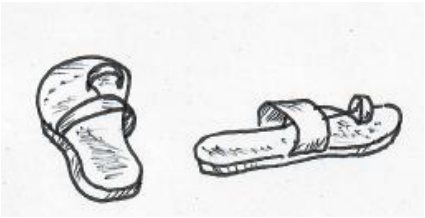

দুরবস্থা

কাজের লোকেরা দেশে গেছে
নয়তো ভয়ে রিটায়ার্ড
ঘর মুছে, রান্না করে
গৃহিনী বড়ই টায়ার্ড

ব্যবস্থা

দিদির ভাষণ, মোদির বচন, তেন্ডুলকরের ছক্কা
এসব কিছু টিঁকবেনা, সব হয়ে যাবে ফক্কা
করোনা যদি ধরে শুনছি নো এস্কেপিং
কেওড়াতলায় করতে হবে অগ্রিম বুকিং

বিবাদভঞ্জন

দাম্পত্য কলহ যদি করতে হয় হল্
আনতে হবে ফুল, কিংবা ওয়াইনের বোতল
নয়তো টেক-আওয়ে পিৎজা আনিয়ে
খেলতে পারো ঘরে বসে দুজনে স্ক্র্যাবল্

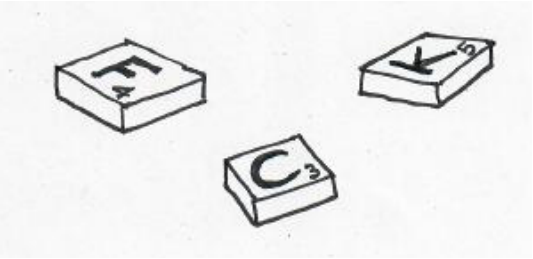

ব্যাঙ্কের মুশকিল

ব্যাঙ্কের বাইরে লম্বা লাইন
সবাই আছে মুখোশ পরে
কে কে গ্রাহক, কে বা ডাকাত
বুঝবে ওরা কেমন করে?

আলাপ করিয়ে দেই

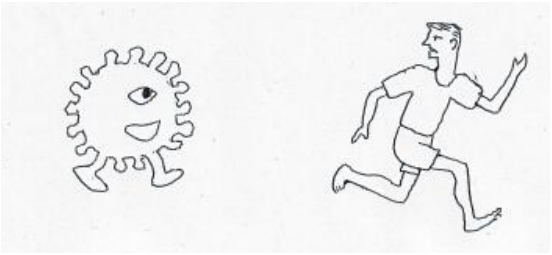

ইনি হলেন এক নতুন জীবাণু
নামটি এনার কোভিড্
শরীরে একবার ঢুকতে পারলে
খেলা দেখান বিবিধ

এমনিতে থাকেন বাদুড়ের গা'য়
কিন্তু মানুষে নেই আপত্তি
আগে ছিলেন শুধু চীনে
এখন সারা জগতে প্রতিপত্তি

কারো বা হয় কাঁপ দিয়ে জ্বর
সারা গায়ে ব্যথা
কারো নাকে গন্ধ থাকেনা
কারো বা ধরে মাথা

কারো আবার গা চুলকায়
গায়ে দেখা দেয় গুটি
কারো বা হয় পেট গড়বড়
বাথরুমে ছুটোছুটি

অনেকের হয় নিউমোনিয়া
খক্ খকিয়ে কাশি
শ্বাসকষ্ট বাড়লে
বাজে অ্যাম্বুলেন্সের বাঁশি

বেশির ভাগ রোগীর ভাগ্যে
থাকে রিটার্ণ টিকেট
কিন্তু কেউ কেউ হয়ে যায়
লেগ্ বিফোর উইকেট্

টেনে যাও

সামাজিক বিশ্লেশনে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে
যে তিনজনের মধ্যে একজন এখন কম মদ খাচ্ছে
সেই একজন যে কে, তা জানেন অন্তর্যামী
কিন্তু তার মানে বাকি রইলাম তুমি আর আমি

প্রশ্ন

খাবার আগে ধুয়ে নেবেন উচ্ছে, ঝিঙা, পটল
একথা আমায় বলেছে রাণুর ছেলে সজল
ধোয়ার পরে সব্জিগুলো রোদ্দুরে শুকাই
কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে, কারে যে শুধাই
জলেই ধোব? না সাথে দেব সাবান কিংবা ডেটল?

চিন্তা

ভাইরাসের ভয়ে আমার বড়ই হয় চিন্তা
রাত যদিও কেটে যায়, কাটেনা ভাই দিনটা
কখনো দেখি থারমোমিটার, কখনো টিপি নাড়ি
পারতপক্ষে বাইরে যাইনা, ছাড়িনা নিজের বাড়ি
বলা যায়না রোগের ঠেলায় চলে যদি যায় প্রাণটা?

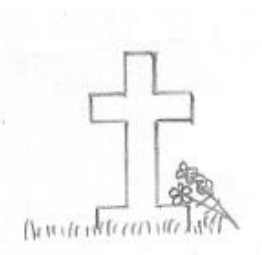

লোভে পাপ

মিষ্টি খেতে লোভ হয়, ভাবি যাই বাঞ্ছারামে
তারপর ভাবি তে'তলা থেকে নীচে কেইবা নামে?
এইতো আছি বেশ
না খেয়ে সন্দেশ
পথে নামলে ভাইরাস যদি আমার ঘাড়ে থামে?

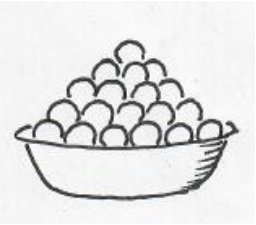

পঁচিশে বৈশাখ

কবিগুরু ফটো থেকে চেয়ে রইলেন
পঁচিশে বৈশাখ এলো আর গেলো
গাইলাম না গান, রইলো পড়ে কবিতা
এ কী একটা অদ্ভুত সময়, মনটা কেমন এলোমেলো

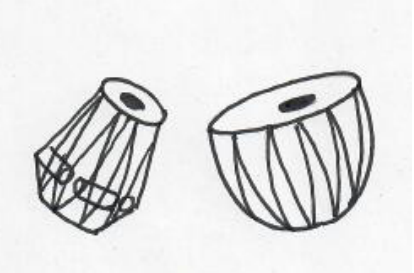

ইস্

রান্না ঘরে রেখেছিলাম দুটো পাকা আম
রাতদুপুরে কখন এসে খেয়ে গেল ভাম

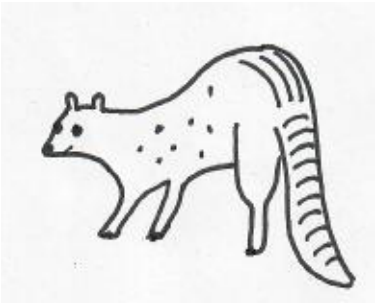

অন্যায়

পথে দেখি একটা শামুক করছে প্রতিবাদ
ফরাসিদের বিরুদ্ধে তার বিরাট ফরিয়াদ
বলছে হলাম বা আমি নপুংসক, দেখতে কুৎসিৎ
তাই বলে আমায় খেয়ে ফেলবে, এটা কী উচিৎ?

সারমেয় সমাচার

একটা ছিল হাস্কি কুকুর, বাড়ি ছিল তার রাশা
ছোট্ট এক পমেরানিয়ানের সাথে তার হল ভালবাসা
অনেকে বলল এদের একসাথে থাকা বারণ
আকারের তারতম্য হবে বৈষম্যের কারণ
কিন্ত শীগ্গিরই একটা ছানা হল, দেখতে ভারি খাসা

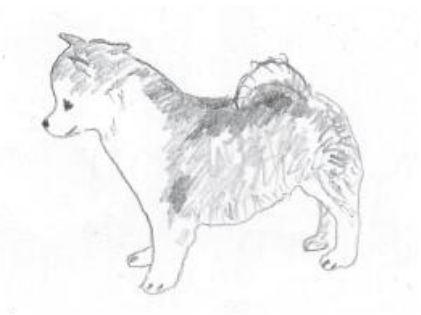

ভ্রমণ বিশেষজ্ঞ

মোদের পাড়ার সাহেব কুকুর
নাম তার ফিলিয়াস্ ফগ্
বিড়ালদের সাথে পাল্লা দিয়ে
সে লিখছে ট্র্যাভেল ব্লগ্

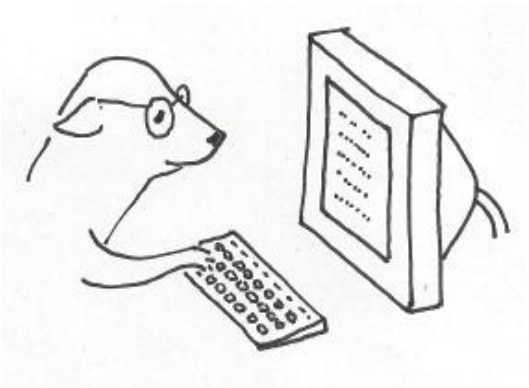

আর্সেন্

আর্সেনাল-এর ফুটবল কোচ আর্সেন্ ওয়েঙ্গার্
কোচ হিসেবে টেক্কা দিতে নেইকো জুড়ি তাঁর
ওনার টীমের ছেলেগুলো ভেল্কি দেখায়
বল যেন লেগে থাকে ওদের পায়ে পায়ে
কিন্ত খেলোয়াড় ও সমর্থকরা বড়ই সাবধান
মাঝেমধ্যে শান্ত মানুষটা বড়ই রেগে যান

ঘাস

লনমোয়ারটা অলস বসে
কাটছিনেকো ঘাস
গিন্নী প্রায়ই খোঁচা দিচ্ছেন
করছেন পরিহাস

ফুলে ফুলে দেখছি
ছোট্ট ঘাসজমিটা ভরা
লতার চাপে ধীরেধীরে
পড়ছে ভেঙে বেড়া

আলস্যের আসল কারণ
বলছি তোমায় সরাসরি
পাড়ার বিড়াল আর শিয়ালগুলো
রোজ দেয় ঘাসে গড়াগড়ি

টাই কী চাই?

টাই পরার কী দরকার?
যেন গলার ফাঁসি!
কিন্তু হার্মেস্-এর টাইগুলো যে
বড়ই ভালবাসি!

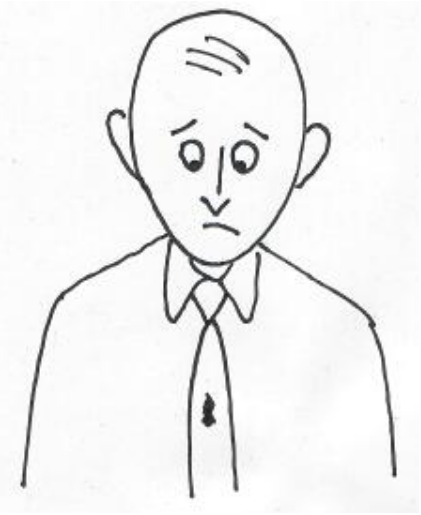

ইস্, টমেটো সস্

বহু উপায়

জানি আছে নানান স্টাইল্
বাঁধতে হলে গলায় টাই
একটা শিখেছি কোনমতে
তাতেই আমি কাজ চালাই

পঙ্খ্ না পঙ্ক

একটা কথা আমি ভেবে হই হন্ন্য
হাঁসেরা অমন থপথপিয়ে হাঁটে কীসের জন্য
যখন ওরা অতি অনায়াসে
পাখা মেলতে পারে আকাশে
হয়তো ওরা পায়ে হেঁটে, কাদা ছিটিয়েই ধন্য ?

পাখির দেশান্তর

লন্ডনের পার্কগুলোতে দেখিনা স্কাইলার্ক
বরং রোজ দেখতে পাই টীয়াপাখির ঝাঁক
দেশটা যাচ্ছে গোল্লায়, করছে কী সরকার?
পাখিদের জন্যও কী এখন ভিসার দরকার?

গলস্টোন্

বিধাতা মোদের ভাগ্যে কেন দিলেন পিত্তশূল?
এ কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত? কোন ভুলের মাশুল?

কিন্তু ভগবানকে সার্জেনদের কথাও ভাবতে হয়
ওরা যেন খেয়ে পরে, বেঁচে বর্তে রয়

সার্জারীর পাঠ

সার্জেনকে বলছে লিভার
কাটতে আমায় পেয়ো না ভয়
যতই আমায় কাটবে,
দেখবে আমি হব না ক্ষয়

*** *** *** ***

প্যানক্রিয়াসের অপারেশন
বড় কঠিন ব্যাপার সে
কমপ্লিকেশন যদি হয়
বলো ল্যাঠা সামলাবে কে?

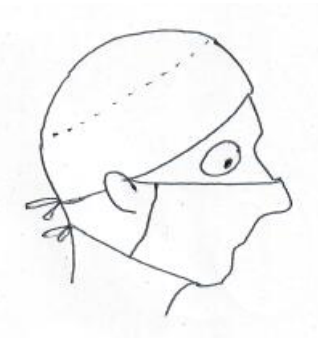

পোলার্ বেয়ার্

উত্তর মেরুর ভালুকরা সব ফিরছে হেথা হোথায়
বরফ যদি সব গলে যায় থাকবে ওরা কোথায়?
হয়তো হয়ে যাবে বাস্তুহারা ভবঘুরে
ক্ষিদের তাড়ায় পৌঁছে যাবে তোমার আস্তাকুঁড়ে